বিভিন্ন সম্পদের সমন্বয় কিভাবে করবেন।

- পাড়ের সব্জি,কচি সবুজ পাতা গরু ছাগলকে খাওয়ানো যায়।
- সব্জি ও লতাপাতার উচ্ছিষ্ঠাংশ (মাছ ও গরু ছাগলের খাদ্য অনুপযোগী) দিয়ে কম্পোষ্ট তৈরী করা যায়।
- হাঁস মুরগীর বিষ্ঠা পুকুরের সার হিসেবে ব্যবহার করা যায়।
- হাঁস-মুরগীর বিষ্ঠা পাড়ে ও অন্যান্য সব্জি ও শষ্য ক্ষেতে ব্যবহার করা যায়।
- গোবর পুকুরে, পাড়ে ও অন্যান্য সব্জি ও শষ্য ক্ষেতে সরাসরি সার হিসাবে ব্যবহার করা যায়।

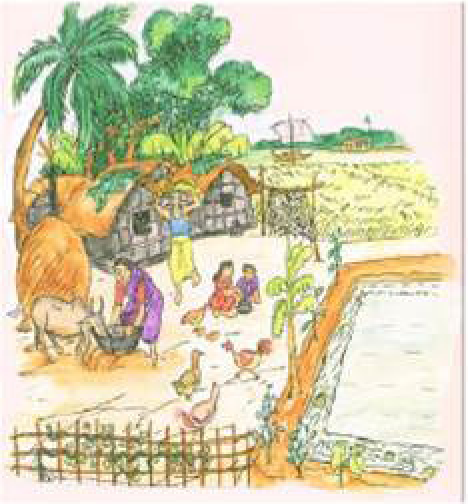

পুকুর-পাড়ে করব সব্জি ও ফলের চাষ

খাইব, বেচিব ও থাকিব নীরোগ সারা মাস

শাক-সব্জি বিক্রি

মৎস্য প্রশিক্ষণ ও সম্পসারণ প্রকল্প -২

মৎস্য অধিদপ্তর/ডিএফআইডি

মৎস্য ভবন, (৯ম তলা)

শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরনী

রমনা, ঢাকা।

টেলিফোনঃ ০২ - ৯৫৬৯৯৫৩

পুকুর পাড়ে ফসল উৎপাদনের গুরুত্ব ও সুবিধাসমুহ

মৎস্য প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ প্রকল্প-২

মৎস্য অধিদপ্তর/ডিএফআইডি

বিভিন্ন সম্পদের সমন্বয় বলতে বুঝায় ঃ

পুকুর পাড়ে উৎপাদিত শাক-সব্জি ও ফল মূলের সহিত অন্যান্য সম্পদ যেমন, মাছ, হাঁস-মুরগী, গরু-ছাগল বা অন্যান্য ফসলের মধ্যে আন্তঃসমন্বয়কেই বিভিন্ন সম্পদের সমন্বয় বলে।

পুকুর পাড়ে শাক-সবজি চাষ করলে কিভাবে উপকৃত হবে-

- বেকার ছেলে-মেয়েদের কর্মসংস্থান হবে।
- অব্যবহৃত বা অল্প ব্যবহৃত জায়গার সর্বোচ্চ ব্যবহার হলে, বাড়তি আয়ের সুযোগ হবে।
- পারিবারিক পুষ্টি চাহিদা পুরন হলে রোগ বালাই কম হবে।
- অন্যান্য সম্পদ সৃষ্টিতে পরপুরক বিধায় খরচ কম হবে।
- স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি হবে।
- অল্প সময়ে ও অল্প খরচে বিভিন্ন ফসল উৎপাদন হবে।

পুকুর পাড়ে শাক-সব্জি চাষের সুবিধাসমূহঃ-

- খোলামেলা ও উঁচু জায়গা হওয়ায় বন্যায় ক্ষতির সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত কম।
- অবহেলিত জায়গা হতে বাড়তি আয় হবে।
- গরু-ছাগলের অনিষ্ট হতে রক্ষা করা সহজ।
- শাক-সব্জিতে অন্যান্য ফসলের তুলনায় অপেক্ষা কৃত বেশি সেচ দিতে হয় । তাই পুকুর হতে সহজেই সেচ দেওয়া সম্ভব।
- শাক-সব্জি কে রক্ষা করতে যে বেড়া দেওয়া হয় তাতে মাছ চুরির সম্ভাবনা কমে যায়।
- লাউ ও সীম জাতীয় সব্জির জন্য মাঁচা দেয়ায় মাছ চুরি সম্ভাবনা কমে যায়।
- পাড়ের শাকসবজি ও লতাপাতা খুব সহজেই মাছের (গ্রাসকার্প, সরপুটি) খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যায়।

পুকুর পাড়ে চাষযোগ্য শাক-সব্জি ও গাছ পালা ঃ

পুকুর পাড়ে শাক-সব্জি চাষ

- **শাক-সব্জিঃ**
  লাউ, সিম, কুমড়া , বরবটি, ঝিঙগা , শশা, পেয়াজ, টমেটো , মরিচ, পেঁপে।
- **গাছ-পালাঃ**
  পেয়ারা, কলা, সুপারি, নারকেল, ইপিল ইপিল, নিম ইত্যাদি ।

পুকুর-পাড়ে সব্জি ও ফলের চাষ

রোগের কারন সমূহঃ

রোগাক্রান্তভাজি ও ফসল

- রোগাক্রান্তবীজ
- অপরিপক্ক বীজ
- আগাছা দমন না করলে
- ফসল চক্র না মেনে চললে
- বীজ বা চারার দূরত্ব মেনে না চললে

সঠিক দূরত্বে বীজ বা চারা রোপণ

পরিচর্যা

সমন্বিত বালাই পদ্ধতি প্রয়োগ করুন
অধিক ফসল ঘরে তুলুন

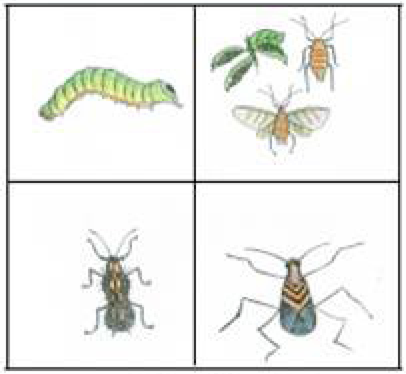

আক্রান্তকারী পোকা

মৎস্য প্রশিক্ষণ ও সম্পসারণ প্রকল্প -২
মৎস্য অধিদপ্তর/ডিএফআইডি
মৎস্য ভবন, (৯ম তলা)
শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরনী
রমনা, ঢাকা।
টেলিফোনঃ ০২ - ৯৫৬৯৯৫৩

পরিচর্যা, সমন্বিত বালাই ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা কি?

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা হলো এমন একটি পদ্ধতি যার ফলে ফসলেন ক্ষতিকর পোকা মাকড় ও রোগ-বালাইকে অর্থনৈতিক ক্ষতিসীমার নীচে দমিয়ে বা নিয়ন্ত্রিত করে রাখা হয়। এ ব্যবস্থাপনায় ফসলের ক্ষতিকারক পোকা মাকরকে ধ্বংস করার লক্ষ্যে জৈব বা রাসায়নিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। যাহা প্রধান ক্ষতি সাধন না করে।

সনাক্তকারী পোকাঃ

- গাছ এবং ফসল স্বাভবিক ও উজ্জ্বল্য হারায়
- ফসলের গায়ে ফোঁটা ফোঁটা দাগ পড়ে
- গাছের গায়ে দাগ পড়ে
- ঘাছের মূল, কান্ড এবং ফসলের পচন ধরে
- ফসলের পচন ধরে

মৎস্য প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ প্রকল্প-২
মৎস্য অধিদপ্তর/ডিএফআইডি

রোগাক্রান্তগাছের ফলঃ

রোগ প্রতিকার পদ্ধতিঃ

- রোগমুক্ত বীজের ব্যবহার
- সুস্থ সবল বীজের ব্যবহার
- আগাছা দমন করা
- ফসল চক্র মেনে চলা
- বীজ বা চারার দূরত্ব মেনে চলা

সারিবদ্ধ গাছের ছবি

রোগ নিরাময় পদ্ধতি

জৈবঃ

- আলোর ফাঁদ
- আঠার ফাঁদ
- বীজ শোধন
- প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি
- পরভোজী পোকা
- পরজীবি পোকার কীড়া
- গাছ পাতলা করন
- পানি প্রয়োগের মাধ্যমে

কীটনাশক (প্রাকৃতিক পদ্ধতি)

- আতা পাতার দ্রবণ
- মরিচ দ্রবণ
- নিম কীট-নাশক

রাসায়নিক কীটনাশকের ক্ষতিকারক দিকঃ

- প্রাকৃতিক শত্রু যথা- উপকারী বন্ধু পোকা মারা যাব।
- প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন পোকার আবির্ভাব হয়।
- পুনঃ আক্রমনের সম্ভাবনা থাকে।
- বিষক্রিয়া বা পরবর্তীকালীন অসুবিধা হয়।

মূল কারনের সমাধান না করে উপরোক্ত অসুবিধা গুলোর বিনিময়ে সাময়িক উপকার পাওয়া যায় মাত্র।

রোগমুক্ত গাছে অধিক ফসল উৎপাদন

- অধিক ফসল উৎপাদন
- অধিক অর্থ উপার্জন
- অধিক পারিবারিক পুষ্টি

অধিক ফলনশীল রোগমুক্ত পেঁপে গাছ

পুকুর-পাড় সব্জি চাষের উপযোগীকরণঃ

- প্রশস্ত্পাড় নির্বাচন করা
- ঝোপঝাড় পরিস্কার করা
- গর্ত করা ও উচু-নিচু সমান করা
- কোদাল দ্বারা মাটি আলগা করা তবে বেশি গভীর নয়
- পাড়ে ভিতর পাশে মাচা তৈরী

সব্জি রোপন/ বপন কৌশলঃ

- ✓ বীজ বপনের মাধ্যমে
- ✓ বীজ ছিটিয়ে (এলোমেলো)
- ✓ গর্ত করে বীজ চারা রোপন
- ✓ সারিবদ্ধভাবে গর্ত করে বীজ বা চারা রোপন
- ✓ বীজ/ চারা লাগানোঃ
- ✓ এলোমেলোভাবে
- ✓ সারিবদ্ধভাবে।

বীজ বপন পদ্ধতি

প্রস্তুতকালীন সারের মাত্রা ও প্রয়োগ পদ্ধতিঃ

- পুকুর পাড়ে জৈব সার ব্যবহার অধিক গুরত্বপূর্ণ
- রাসায়নিক সার যেমন ইউরিয়া, টিএসপি ও পটাশ ব্যবহার করা যেতে পারে
- বীজ বা চারা রোপনের ৭-১০ দিন পুর্বে মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে
- এছাড়া বপন বা রোপনের ১০-১৫ দিন পর পুনরায় সার প্রয়োগ করতে হবে
- সব কিছুর প্রকার ভেদ ও বিভিন্নতায় ৩০-৫০ দিন পরও জৈব রাসায়নিক সার গাছের গোড়ায় ও সব্জি বাগানে দিতে হবে
- ফুল আসার পর পটাশ দিলে ভাল হয়। কোনভাবে কীট নাশক ব্যবহার করা যাবে না। অর্থাৎ এফটিইপি-২ কীটনাশক ব্যবহারে চাষীদের উৎসাহিত করে না।

মাছের সংগে সবজি চাষে

খাদ্য অর্থ দুই-ই আসে।

মৎস্য প্রশিক্ষণ ও সম্পসারণ প্রকল্প -২
মৎস্য অধিদপ্তর/ডিএফআইডি
মৎস্য ভবন, (৯ম তলা)
শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরনী
রমনা, ঢাকা।
টেলিফোনঃ ০২ - ৯৫৬৯৯৫৩

উৎপাদন কৌশল ও শাক-সব্জি নির্বাচন

মৎস্য প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ প্রকল্প-২
মৎস্য অধিদপ্তর/ডিএফআইডি

সব্জি উৎপাদনে কি কি কৌশল মেনে চলবেনঃ

- বর্ষাকলে এমন সব্জি চাষ করা যাবে না যা সহজেই পানির সংস্পর্শে এলে নষ্ট হয় বা সবজি উৎপাদনে সময় বেশি নেয়।
- এমনভাবে মাচা তৈরী করতে হবে যাতে জাল টানা বাধাগ্রস্ত্মা হয়।
- আহরনের অসুবিধা হয় এমন সবজি উৎপাদন করা যাবে না।
- মাচা ও ঢালের মাটির উচ্চতা কমপক্ষে ৩ ফুট রাখতে হবে যাতে সহজেই পরিচর্যা ও ফল মাছ আহরন করা যায়।
- প্রতিটি মাচার দুরত্ব কমপক্ষে ৫ফুট ফাঁকা রাখতে হবে যাতে আগাছা সাফ ও পুকুর পরিদর্শন খাদ্য প্রয়োগ ও জাল তোলার জায়গা খালি থাকে।

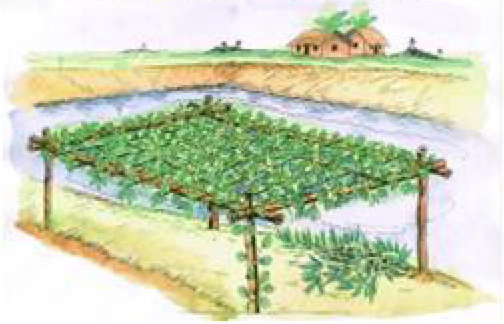

পুকুর পাড়ে বিভিন্ন ধরনের মাচা পদ্ধতি

গঠন অনুযায়ী পুকুর পাড়ের প্রকার ভেদঃ

১) প্রশস্ত্মঢালু পাড় ২) সংকীর্ণ ঢালু পাড়

মাটির ধরণ অনুযায়ী পাড়ের প্রকারভেদঃ

✓ দো-আঁশ, বেলে, দো-আঁশ মাটির পাড় (উর্বর)

✓ এটেল মাটির পাড় (কম উর্বর পাড়)

✓ বেলে মাটির পাড় (সুবিধা নহে)

গ্রীষ্মকালীন শাকসজি কোন মাসে কোনটি করতে হয়ঃ

লাল শাক, ডাটা শাক, কচু শাক	ঃ ভাদ্র আশ্বিন
ঢেড়শ, ডাটা, কলমী, সীম লাউ	ঃ বৈশাখ জৈষ্ঠ্য
পুঁইশাক, মুখী কচু, মটরশুটি	ঃ আষাঢ়

শীতকালীন শাক-সজি কোন মাসে কোনটি করতে হয়ঃ

⇒ মূলা, বেগুন, পালং, ধনেপাতা, শাক -আশ্বিন-কার্তিক

⇒ টমেটু, বেগুন, রশুন, পেয়াজ, বাধা কপি -অগ্রহায়ন-পৌষ

⇒ টমেটো বেগুন, পেয়াজ, গাজর, চিচিঙ্গা, পটল -পৌষ-মাঘ

বৎসরের যে কোন সময় চাষ করা হয়।
কচু, কুমড়া, পেঁপে, কলা, মরিচ ইত্যাদি

পুকুর পাড় তৈরীর বিবেচ্য বিষয় সমূহঃ

- পাড় যাতে ধ্বসে না যায় (মাটি কুপানোর)
- দুইটি সজির মধ্যে যাতে খাদ্য ও জায়গা প্রতিযোগিতা না হয়।
- পাড়ের খাদ্যের সুষম ব্যবহার
- মাছ চাষের ব্যাঘাত সৃষ্টি না করে
- পাড়ের ঢালের মাটি আলগা হয়ে বর্ষাকালে ধুয়ে পানি ঘোলা না হয়।
- ভূমি ক্ষয়রোধকারী সজি নির্বাচন।